দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা

বাংলাদেশের সংবিধানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি রক্ষার কথা বলা হইয়াছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তির একটি ধারায়ও বলা হইয়াছে, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যরা তাহাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার পাইবে। তাহা ছাড়া পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুযায়ী সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ন্যস্ত করিয়াছে। শিক্ষা নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষা মাতৃভাষায় প্রদানের ব্যবস্থা করিবার কথা। কিন্তু সংবিধান, পার্বত্য চুক্তি ও শিক্ষানীতিতে বলা থাকিলেও মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ হইতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরা এতদিন বঞ্চিতই ছিল। কিন্তু আগামী বৎসরের শুরুতেই মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের দ্বার খুলিয়া যাইতেছে। জানুয়ারি হইতে দেশের পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের হস্তে মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থ পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। এই জন্য প্রায় ২৪ হাজার গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এই বই প্রকাশ করিতেছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতির চিত্রায়ণসহ আনুষঙ্গিক বিষয় দিয়া গ্রন্থগুলি সাজানো হইয়াছে। যেই পাঁচটি ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে সেইগুলি হইল চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও ওঁরাও। ইহার মধ্যে চাকমা ও মারমা ভাষার গ্রন্থগুলি তাহাদের নিজস্ব লিপিতে লিখা। অন্য তিনটি নৃ-গোষ্ঠীর গ্রন্থগুলির কোনোটি বাংলা, কোনোটি রোমান হরফে লিখা। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী গ্রন্থের হরফ সম্পর্কে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ায় এই বছর তাহাদের জন্য গ্রন্থ মুদ্রণ সম্ভব হইতেছে না। সাঁওতালদেরও নিজস্ব লিপি নাই। তাহাদের প্রতিনিধিদের কেউ বাংলা এবং কেউ রোমান লিপিতে গ্রন্থ রচনার পক্ষে অবস্থান নিয়াছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানা গিয়াছে, আগামী বৎসর হইতে দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরা মাতৃভাষায় পড়াশুনা করিবে। প্রথমবার শুধু প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় পুস্তক প্রদান করা হইবে। পরের বছর (২০১৮ সাল) দেওয়া হইবে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির গ্রন্থ। ইহার পরের বৎসর (২০১৯ সাল) দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরও মাতৃভাষায় গ্রন্থ প্রদান করা হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণির পর তৃতীয় শ্রেণি হইতে তাহাদের মাতৃভাষার পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বাংলা, ইংরেজি প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িতে হইবে। তৃতীয় শ্রেণি হইতে এই দুইয়ের মধ্যে 'ব্রিজিং' শুরু হইবে। ইহার পর ক্রমান্বয়ে তাহারা পুরাপুরি জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হইবে। পাঠদানের জন্য প্রণীত সকল গ্রন্থ বিনামূল্যে পাইবে শিক্ষার্থীরা।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় পাঠদানের উদ্যোগটি অবশ্যই সাধুবাদ পাইবার যোগ্য। যেকোনো ভাষা ও সংস্কৃতি সারা পৃথিবীরই একেকটি অনন্য সম্পদ। ইহা মানব জাতির বৈচিত্র্য ও বৈভবকে নির্দেশ করে। কিন্তু দুনিয়াজোড়া সংখ্যাগুরুর জয়জয়কার, সংখ্যালঘু ক্রমশ হইয়া পড়ে কোণঠাঁসা। তাই মানব জাতির বৈচিত্র্য ও বৈভবকে বাঁচাইয়া রাখিবার দায়িত্ব সংখ্যাগুরুর ঘাড়েই বর্তায়। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাগুলি হুমকির সম্মুখীন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে রক্ষা করিতে হইলে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিশুদের মাতৃভাষায় পড়াশুনা করিবার সুযোগ দিতে হইবে এবং আশার কথা, আজ সেই সুযোগ উপস্থিত। তবে এই উদ্যোগের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হইল, এই পদ্ধতিতে পাঠদান করিবে কে? একথা ঠিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অনেকেই শিক্ষক হিসাবে কর্মরত রহিয়াছেন এবং প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে তাহারাই শিক্ষাদান করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক সকল ক্ষেত্রে নাই। তাই দ্রুততার ভিত্তিতে চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ দিতে হইবে। যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শ্রেণিতে এই শিক্ষা কার্যক্রম চালু হইবে, তাই একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করিতে হইবে। শিক্ষকদের ট্রেনিং দিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে পৃথক একটি ইন্সটিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটকে ব্যবহার করিয়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, লিপি, কম্পিউটারকেন্দ্রিক ফন্ট প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয়েরও উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন।